হাওয়ারীনামা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু ২৭

(১)যখন জাহাজে করে আমাদের ইতালিতে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হলো, তখন হযরত পৌল রা. এবং আরো কয়েকজন বন্দিকে জুলিয়াস নামে সম্রাটের এক লেফটেন্যান্টের হাতে তুলে দেয়া হলো। (২)আমরা আদ্রামুত্তিয়ামের একটি জাহাজে উঠে যাত্রা শুরু করলাম। এশিয়ার ভিন্ন-ভিন্ন বন্দরে যাবার জন্য জাহাজটি প্রস্তুত হয়েছিলো। মেসিডোনিয়ার থিসালোনিকি শহরের আরিস্টার্খ আমাদের সংগে ছিলেন।

(৩)পরদিন আমাদের জাহাজ সিডনে থামলো। জুলিয়াস পৌলের সংগে ভালো ব্যবহার করলেন এবং তাকে তার বন্ধুদের কাছে যাবার অনুমতি দিলেন, যেনো তার বন্ধুরা তার সেবা যত্ন করতে পারেন।

(৪)পরে সেখান থেকে জাহাজ ছেড়ে আমরা সাইপ্রাস দ্বীপের আড়াল দিয়ে গেলাম, কারণ বাতাস আমাদের উল্টো দিকে ছিলো। (৫)পরে আমরা কিলিকিয়া ও পামফুলিয়ার সাগর পার হয়ে লুকিয়ার মুরায় উপস্থিত হলাম।

(৬)লেফটেন্যান্ট সেখানে আলেকজান্দ্রিয়ার একটি জাহাজ পেলেন। সেটা ইতালিতে যাচ্ছিলো বলে তিনি আমাদের নিয়ে সেই জাহাজে তুলে দিলেন। (৭)আমাদের জাহাজটি কয়েকদিন ধরে আস্তে-আস্তে চলে খুব কষ্টে ক্লিদোন শহরের কাছাকাছি উপস্থিত হলো, কিন্তু বাতাস আমাদেরকে আর এগিয়ে যেতে দিলো না। তখন আমরা ক্রিট দ্বীপের যে-দিকে বাতাস ছিলো না, সেই দিক ধরে সলমোনির পাশ দিয়ে চললাম। (৮)সাগরের কিনার ধরে, কষ্ট করে চলে, আমরা সুন্দর পোতাশ্রয় বলে একটি জায়গায় এলাম। তার কাছেই ছিলো লাসেয়া শহর।

(৯)এভাবে অনেকদিন নষ্ট হয়ে গেলো এবং জাহাজ চালানো প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠলো। তখন রোজা চলে গেছে, শীতকাল প্রায় এসে গেছে। (১০)এ-জন্য হযরত পৌল রা. পরামর্শ দিয়ে বললেন, “দেখুন, আমি দেখতে পাচ্ছি, আমাদের এই যাত্রা খুব বিপজ্জনক ও অনেক ক্ষতিকর হবে। সেই ক্ষতি যে কেবল জাহাজ আর মালপত্রের হবে তা নয়, আমাদের জীবনেরও ক্ষতি হবে।”

(১১)কিন্তু লেফটেন্যান্ট হযরত পৌলের রা.-র কথা না-শুনে জাহাজের কাপ্তান ও মালিকের কথা শুনলেন।

(১২)বন্দরটা শীতকাল কাটাবার উপযুক্ত ছিলো না বলে বেশির ভাগ লোক চাইলো যে, সেখান থেকে যাত্রা করে সম্ভব হলে ফৈনিকে গিয়ে শীতকাল কাটানো হবে। এটা ছিলো দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিক খোলা, ক্রিট দ্বীপের সমুদ্র বন্দর।

(১৩)পরে যখন আস্তে-আস্তে দখিনা বাতাস বইতে লাগলো, তখন তারা মনে করলো যে, তাদের ইচ্ছাপূর্ণ হবে। তাই তারা নোঙর তুলে ক্রিট দ্বীপের কিনার ধরে চললো। (১৪)কিন্তু একটু পরেই সেই দ্বীপ থেকে উত্তর-কুনো বলে ভীষণ এক তুফান শুরু হলো আর জাহাজটি সেই তুফানে পড়লো। (১৫)বাতাসের মুখে এগিয়ে যাওয়া অসম্ভব হওয়ায় আমরা এগিয়ে যাবার চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে জাহাজটিকে বাতাসে ভেসে যেতে দিলাম।

(১৬)পরে কৌদা নামে একটি ছোট দ্বীপের যে-দিকে বাতাস ছিলো না, আমরা সেইদিক ধরে চললাম এবং জাহাজে যে ছোটো নৌকা থাকে, সেই নৌকাটি খুব কষ্ট করে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচালাম। (১৭)লোকেরা নৌকাটি জাহাজে টেনে তুললো এবং তারপর দড়ি দিয়ে জাহাজের খোলটা বাঁধলো, যেনো তক্তাগুলো খুলে আলাদা হয়ে না-পড়ে। সুর্তি নামের সাগরের চরে জাহাজ আটকে যাবার ভয়ে পালগুলো নামিয়ে ফেলে জাহাজটি বাতাসে চলতে দেয়া হলো।

(১৮)ঝড়ের ভীষণ আঘাতে আমাদের জাহাজটি এমনভাবে দুলতে লাগলো যে, পরদিন লোকেরা জাহাজের মালপত্র পানিতে ফেলে দিতে লাগলো। (১৯)তৃতীয়দিনে তারা নিজের হাতে জাহাজের সাজ-সরঞ্জামও ফেলে দিলো।

(২০)অনেকদিন ধরে সূর্য বা তারা কিছুই দেখা গেলো না এবং ভীষণ ঝড় বইতেই থাকলো। শেষে আমরা রক্ষা পাবার সব আশাই ছেড়ে দিলাম।

(২১)অনেকদিন ধরে তারা কিছু খায়নি বলে হযরত পৌল রা. তাদের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, “দেখুন, আমার কথা শোনার পরেও ক্রিটদ্বীপ থেকে জাহাজ ছাড়া আপনাদের উচিত ছিলো না। তাহলে এই বিপদ ও ক্ষতির হাত থেকে আপনারা রক্ষা পেতেন। (২২)এখন আমি আপনাদের অনুরোধ করছি, আপনারা মনে সাহস রাখুন। কারণ আপনাদের জীবনের ক্ষতি হবে না কিন্তু এই জাহাজ নষ্ট হবে।

(২৩)আমি যাঁর লোক এবং যাঁর ইবাদত করি, সেই আল্লাহর এক ফেরেস্তা গত রাতে আমার পাশে দাঁড়িয়ে বললেন, 'পৌল, ভয় করো না।

(২৪)তোমাকে সম্রাটের সামনে দাঁড়াতে হবে। এবং এই জাহাজে যারা তোমার সংগে যাচ্ছে, তাদের সকলের জীবন আল্লাহ্ নিরাপদ করেছেন।'

(২৫)তাই মনে সাহস রাখুন। কারণ আল্লাহর ওপর আমার বিশ্বাস আছে যে, তিনি আমাকে যা বলেছেন, ঠিক তা-ই হবে। (২৬)তবে আমরা কোনো একটি দ্বীপের ওপর গিয়ে পড়বো।"

(২৭)চৌদ্দ দিনের দিন মাঝরাতে আমরা আদ্রিয়া সাগরের ওপর দিয়ে যাচ্ছিলাম এবং নাবিকদের মনে হলো তারা ডাঙার কাছে এসেছে। (২৮)তারা পানির গভীরতা মেপে দেখলো যে, সেখানকার পানি আশি হাত গভীর। এর কিছুক্ষণ পরে তারা আবার মেপে দেখলো যে, সেখানে পানি ষাট হাত। (২৯)পাথরের সাথে ধাক্কা লাগার ভয়ে জাহাজের পেছন দিক থেকে তারা চারটা নোঙর ফেলে দিলো এবং দিনের আলোর জন্য মোনাজাত করতে লাগলো।

(৩০)পরে জাহাজের নাবিকরা পালিয়ে যাবার চেষ্টায় জাহাজের সামনের দিকে নোঙর ফেলার ভান করে নৌকাটি সাগরে নামিয়ে দিলো। (৩১)তখন হযরত পৌল রা. লেফটেন্যান্ট ও সৈন্যদের বললেন, "এই নাবিকরা জাহাজে না-থাকলে আপনারা রক্ষা পাবেন না।" (৩২)তখন সৈন্যরা নৌকার দড়ি কেটে দিলো, যাতে নৌকাটি পানিতে পড়ে যায়।

(৩৩)সকাল হওয়ার আগে হযরত পৌল রা. সকলকে কিছু খাওয়ার অনুরোধ করে বললেন, "আজ চৌদ্দ দিন হলো, কী হবে না হবে সেই চিন্তায় আপনারা না-খেয়ে আছেন।

(৩৪)এখন আমি আপনাদের অনুরোধ করছি, কিছু খেয়ে নিন, তা আপনাদের বেঁচে থাকতে সাহায্য করবে। আপনাদের কারো মাথার একটি চুলও নষ্ট হবে না।" (৩৫)এ-কথা বলে তিনি রুটি নিয়ে, তাদের সকলের সামনে, আল্লাহকে শুকরিয়া জানালেন এবং তা ভেঙে খেতে লাগলেন। (৩৬)তখন তারা সবাই সাহস পেয়ে খেতে লাগলো। (৩৭,৩৮)আমরা জাহাজে মোট দুশো ছিয়াত্তরজন ছিলাম। সবাই পেটভরে খাওয়ার পর জাহাজের ভার কমাবার জন্য তার সমস্ত গম সাগরে ফেলে দিলো।

(৩৯)সকালে তারা জায়গাটা চিনতে পারলো না, কিন্তু একটি ছোট উইসাগরীয় সৈকত দেখতে পেলো। তখন তারা ঠিক করলো, সম্ভব হলে জাহাজটি সেই কিনারে তুলে দেবে। (৪০)তাই তারা জাহাজের নোঙরগুলো কেটে সাগরেই ফেলে দিলো এবং হালের বাঁধনের দড়িগুলো খুলে দিলো।

এরপর তারা বাতাসের মুখে সামনের পাল খাটিয়ে দিলো এবং জাহাজটি কিনারের দিকে এগিয়ে গিয়ে চরে আটকে গেলো।

(৪১)তাড়াতাড়ি ভেসে যাওয়াতে সামনের অংশটা নিচে আটকে গেলো। জাহাজটি অচল হয়ে গেলো আর ঢেউয়ের আঘাতে পেছনদিকটা টুকরো-টুকরো হয়ে ভেঙে যেতে লাগলো। (৪২)তখন সৈন্যরা বন্দিদের হত্যা করবে বলে ঠিক করলো, যেনো তাদের মধ্যে কেউ সাঁতরে পালিয়ে যেতে না-পারে। (৪৩)কিন্তু লেফটেন্যান্ট হযরত পৌল রা. প্রাণ বাঁচাতে চেয়েছিলেন বলে সৈন্যদের ইচ্ছামতো কাজ করতে দিলেন না। তিনি হুকুম দিলেন, যারা সাঁতার জানে, তারা প্রথমে জাহাজ থেকে লাফিয়ে পড়ে কিনারে গিয়ে উঠুক (৪৪)আর বাকি সবাই জাহাজের তক্তা বা অন্য কোনো টুকরো ধরে সেখানে যাক। এভাবেই সবাই নিরাপদে ডাঙায় পৌঁছলো।